‘গানের ওপারে’

কেনো এমন হয়... ...

কাউসার খান

লেখাটা যে কিভাবে শুরু করবো বুঝতে পারছি না কারণ কয়েক বছর, দশকেও এমন যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে কখনো সময় যায় নি, এতো আলোড়িতও হইনি এ কয়েক বছরে। কিন্তু একটি নাটক এবং এর প্রভাবে এমন যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হবে, চরিত্র নিয়ে প্রচন্ড প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হবে এটা আমার কাছে কখনোই মনে হয়নি। সাময়িকভাবে স্বাভাবিক পর্যায় পর্যন্ত মনের আবেগ, উদ্বেল আন্দোলন মেনে নেয়া যায় কিন্তু প্রতিনিয়ত, দিনরাত ব্যাপিত কষ্ট, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ সামাল দেয়া কঠিন।

‘গানের ওপারে’ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোলকাতার স্টার জলসার প্রচারিত ধারাবাহিক একটি নাটক। নিঃসন্দেহে অসাধারণ নির্মাণ কৌশলে তৈরী এটা। এর শৈলী, অভিনয়, অভিনয় শিল্পী, স্থান-কাল, আবহ, সজ্জা-রূপ-সাজ, গল্প, গল্পের বহতা, বিস্তার, আকস্বিকতা, আকর্ষণ কোথাও কোনো কমতি নেই। কমপক্ষে একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে আমি কখনো কোনো কমতির মাঝে পড়িনি। হয়তোবা কঠিন চিত্র সমালোচকের দৃষ্টিতে কিছু ত্রুটি, কিছু আরোপিত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু গুরুতর অভিযোগ করার মতো কিছু থাকবে কিনা, তা আমি জানি না। আর যেহেতু আমি সেদিকের কোনো কিছু আলোচনার জন্য এ লেখাটি লিখছি না সেহেতু আমার মুল অনুভূতির প্রতিবাদ বিষয়টিই জানাতে চাই এখানে।

আজ জন্মের দেড়শ’ বছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায়, গণমানুষের কাছে কী তাঁর অবস্থান এ নিয়ে রাবীন্দ্রিক শিক্ষায় সভ্য এবং সর্বজন রবীন্দ্র মানুষ নিয়ে দ্বন্দ্ব-অর্ন্তদ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব’র মাঝে দু’পক্ষের তুমুল প্রতিযোগীতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ নাটক গড়ে উঠেছে। আর এর আনন্দ-বেদনা, উত্তেজনা-শংকার মাঝে দর্শককে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত করার যাদুময় ক্ষমতার জন্য এর সৃজন মানুষ’রা উচ্চ প্রশংসা পাবেনই এবং অনেকদিন পর্যন্ত এর প্রশংসনীয় প্রভাব বাংলা চিত্রধারায় থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এককথায় আমি মুগ্ধ। এ নাটক আমার মনন জগতকে অনেক কিছু দিয়েছে। এর ঋণ হয়তোবা আমি কোনোদিন শোধই করতে পারবো না। আমার অনেক নেতিবাচক ধারণাকে ইতিবাচক পর্যায়ে এনে দিয়েছে। আমার মানসিক, বাহ্যিক ব্যবহারে অনেক প্রভাব ফেলেছে এ নাটক, আমার ধৈর্যকে আরো উন্নত করার তাগিদ দিয়েছে বার বার।

এছাড়া, আমাকে এ নাটক রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চেনাতে যাচ্ছে বললে মিথ্যে হবে না কারণ আমি কখনোই পাঠ্য বইয়ের বাইরে রবীন্দ্রনাথ এককোঁটাও পড়ে দেখিনি, কেনো দেখনি সেটা

বললে আপনাদের বিরক্তি আরো বেড়ে যেতে পারে সুতরাং সেদিকে গেলাম না শুধু এটুকু বলি যে, রবীন্দ্রপাঠ ছাড়া পুরোদস্তর বাঙালি হওয়া যায় না একথাটা আমি জানতাম ছোটকাল থেকেই এবং দেরিতে বোঝার এ কষ্ট যখন সময় সময় ভারী হচ্ছিলো এ নাটকের সাথে সাথে তখন রবীন্দ্রনাথকে জানার কি ব্যাকুল আগ্রহ হয়েছে সেটার কিয়ৎংশ ভাগ করি আপনাদের সাথে। আমি কবিতা লিখতে জানিনা। মাঝে মাঝে ভীষণ আন্দোলিত হলে কলমের খোঁচায় কবিতার ঢঙে নিজে প্রশমিত হওয়ার চেষ্টা করি। আর এবার এ নাটকের কারণে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে আন্দোলনটা হয়েছে আমার মাঝে সেটার কয়েকটা পঙক্তিমালা দিতে চেয়েছিলাম শুধুমাত্র আমার অনুভূতিটা বোঝাবার জন্য কিন্তু অতি আবেগের এই পংক্তিগলো এখানে ভাললাগবে বলে মনে হয়নি তাই আর দিলাম না।

তবে এটা সত্য, নাটকের মুল ইচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে তথাকথিত রাবীন্দ্রিক শিক্ষিত সভ্যদের রবীন্দ্র পুঁজির রূপক *'সোনার তরী'*র প্রাচীর ভেঙে গণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণ স্বার্থক হয়েছে।

পুরো নাটকটি বিস্তৃত অথচ সংক্ষিপ্ত নির্যাসে, সহজে অথচ নাটকীয়তায় 'কঠিন' রবীন্দ্রনাথ আমার হৃদয়ের ছোট্ট কুটিরে কতোবড়ো জায়গা করে নিয়েছে সেটা অবশ্য অন্য কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না কিন্তু আমি বুঝে গেছি।

সে যাক গে, এসব মোটেও আমার মুল বিষয় নয়, আমার বিষয় নাটকের একটা চরিত্র এবং চরিত্রের প্রাপ্তির সাথে যে অন্যায় হয়েছে সেটার প্রতিবাদ। নাটকে প্রবীণ *চন্দ্রশেখর দেব* এর নেতৃত্বে রবীন্দ্র সম্পদকে *'সোনার তরী'*র প্রাচীরে ঘিরে এক অভিজাত পক্ষ আছে এবং তরুণ *গোরা*'র নেতৃত্বে প্রাচীর ভেঙে রবীন্দ্রনাথের বিশালতাকে গণমানুষ আর এপ্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আছে আরেক পক্ষ। নির্দিষ্ট ছকের এ গল্প, রূপক কিংবা আক্ষরিক সকল অর্থেই বেশ স্বার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সঙ্গীত সঙ্গীতে, দ্বন্দ্ব-দন্দ্বে।

ঘটনাচক্রে, চন্দ্রশেখর দেব'র নাতনি পুরোদস্তর রবীন্দ্র জানা *'পুপে'*, যার ওপর নির্ভর করে প্রচলিত রবীন্দ্রচক্রটি টিকে থাকার স্বপ্ন দেখছিলো, সে-ই সব কিছু ভেঙেচুরে ভালোবাসায়-প্রেমে একাকার হয়ে যায় প্রতিদ্বন্দ্বী, রবীন্দ্রসংগীতের বিকল্পধারার প্রধান নায়ক গোরা'র সাথে এবং শেষের শেষ পর্যন্তও চন্দ্রশেখরদের কোনো ষড়যন্ত্র-ই ধোপে টেকেনি; এপ্রজন্মের *বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই, ভাঙবে তোমার পূঁজোর মন্দির,* উচ্ছ্বাসের কাছে। গল্পের এ বিন্যাসে আমার কোনো প্রতিবাদ, অভিযোগ এমন কি বিন্দুমাত্র অনুযোগও নেই। আমার প্রতিবাদ '*প্রদীপ্ত*'কে নিয়ে। প্রদীপ্তের চরিত্রায়ণ এবং তার প্রাপ্তির বিরুদ্ধে যে অন্যায় হয়েছে তা নিয়ে। আপাদমস্তক একজন প্রতিভাবান সৃজনশীল, ধ্রুপদি সংগীতের মানুষ প্রদীপ্ত। রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলিত এবং বিকল্প উভয়ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ব্যক্তিগতভাবে নির্ভীক, নিষ্ঠাবান এক সুদর্শন তরুণ চরিত্র প্রদীপ্ত। নাটকের প্রায় শুরু থেকেই প্রদীপ্ত'র সাথে পারিবারিকভাবে পুপে'র বিয়ে ঠিক হয়।

একটু এদিক-সেদিকের পর দু'বাড়িতেই নির্বিঘ্নে, নির্জন ঘরে ওদের কথোপকথন, ওদের অবস্থান, ওদের খুনশুটি বিয়ের আগেই একটি গভীর প্রেমের আবহ তৈরী করে। কিন্তু কখনোই অতিরঞ্জন বা দৃষ্টিকটু কিছুই ছিলো না এসব দৃশ্যে বরং উলটো ওদের সহাবস্থান, সহসংলাপে মনের গভীরাঞ্চল কখন যে বন্যায় ভেসে যায় বুঝতেই পারা যায় না। এরই মাঝে প্রদীপ্তকে পূর্ব নির্ধারিত সংগীতানুষ্ঠানের জন্য বিদেশে যেতে হয় এবং ফিরে এসে বিয়ে এমনই কথা। বিদেশ থাকাকালে প্রদীপ্ত'র জন্য পুপে'র আকুলতা-ব্যাকুলতা প্রেমের শ্বাশত রূপকে আরো মোহময় করে তুলে।

কিন্তু তারপরই গোরা।

প্রদীপ্ত'র এটুকু বিদেশ থাকা সময়টুকুর মাঝেই দ্বন্দ্ব, রাগ-অনুরাগ, ভালোলাগা, ভালোবাসা সব এসে দখল করে গোরা। মন হো হো করে উঠে, একি, একি হচ্ছে? তারপর নাটকীয় টানাপোড়েনে সমস্ত মনযোগ, সত্ত্বা একদম হাতের মুঠোয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে পুপে সত্ত্বার দ্বৈত সংঘর্ষ। গোরা না প্রদীপ্ত। প্রদীপ্ত না গোরা। কখনো হাউমাউ, কখনো নিরবে-নিভৃতে চোখ ছলছল। দিশেহারা সমাধান খুঁজে বেরানোর কষ্টক্ষণ যেনো শেষই হতে চায় না। আমি আর মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে। আমি বুঝতে চাচ্ছিলাম, কেনো একজন প্রদীপ্ত'র সাথে এমন হবে। প্রদীপ্ত'র কোন জায়গাটিতে ত্রুটি ছিলো। ত্রুটিহীন একজন প্রদীপ্ত চরিত্রায়ণের পর কেন কোনো কারণ ছাড়াই গোরার সাথে পুপে চলে যাবে। এটা কেনো মেনে নেবো। বার বার মনে হয়েছে, এ অন্যায় যে প্রশ্রয়যোগ্য নয়। ক্ষোভে মনে হয়েছে, পুরোণো আর নতুন, প্রচলিত আর বিকল্প, বৃদ্ধ আর তরুণ সব ভেসে যাক। ভেসে যাক গোরার নেতৃতে আধুনিক রবীন্দ্রনাথ জেগে উঠার স্বপ্ন। কারণ যেখানে প্রদীপ্তকে বলির পাঠা করা হবে, মহান দৃষ্টান্ত হয়ে সব হাসিমুখে মানিয়ে নেয়া হবে সেখানে এ চিন্তাটুকু না করলেও অন্যায় কিছু হবে বলে মনে হয়নি।

সৃজন-প্রাণ-লেখক-কার্য ঋতুপূর্ণ-জয়দীপ-অনুজা-মধুজা যাকেই পেতাম তাকেই এ প্রতিবাদটুকু জানাতাম খুব শক্ত করেই। কিন্তু হয়তোবা সে হবার নয়, তাই গোলাম মোস্তফার কাছেই বিস্তারিত অভিযোগ করেছিলাম এ নিয়ে, কারণ 'বাংলা-সিডনি.কম' এ তাঁরই 'গানের ওপারে'র অনুভূতির লেখাটি পড়েই আমি এ ধারাবাহিকটি দেখতে শুরু করেছিলাম এবং এই বিষন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর কাছেই একটু আশ্রয় খুঁজেছি। সন্ধান করতে চেয়েছি তাঁর কেমন লেগেছিলো এ বিষয়গুলো যদিও তাঁর আর আমার বয়েসে একটা পার্থক্য রয়েছেই। পরে ওই লেখাটা এবং আরো কয়েকটা ছোট্ট মন্তব্য পড়ি আবার। কোথাও নাটকের গল্প অথবা চরিত্র নিয়ে কোনো কথা নেই। আর তাঁর লেখাটা নাটকের কোনো পর্যালোচনাও নয়, একান্তই দেখার অনুভূতি শুধু। এক

জায়গায় অবশ্য তিনি লিখেছেন গল্পের গাঁথুনির কথা। আমার এসব বিষয়ে কোনো কথা যে নেই সেটা আগেই বলেছি। এখনো বলি চূড়ান্তভাবে প্রদীপ্তকে হারিয়ে দেয়া দৃশ্যের চিত্রায়ণেও নাবিক বিপর্যস্ত না হওয়ার পূর্বাপর সকল প্রস্তুতি, আবহ, আগেভাগেই তৈরী করা হয়েছে সুনিপুনভাবে। নাটকীয় কলা-কৌশলে নির্মাতা পরিস্থিতি এমন করেছেন যে মনে হয়েছে প্রদীপ্ত যেনো পুরো বিষয়টা এভাবেই মেনে নিতে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন। তারপরও আমি মেনে নিতে পারিনি। রাগে-দুঃখে তাকে বলেছিলাম, চলেন আমরা একটা *'গানের এপারে'* তৈরী করি যেখানে প্রদীপ্তদের হারানো হবে না। কিন্তু জানি তা হয়তো সম্ভব হবে না। তাই মনও শান্ত হতে পারে না, কেনো, কেনো প্রদীপ্তকে নিয়ে এতো টানাহিচড়ে। নির্মাতার ইচ্ছে হয়েছে গোরা'র বিকল্পিক রবীন্দ্র প্রতিভা দিয়ে আধুনিক রবীন্দ্র সমাজ গড়বেন - গড়ুন, পুপের প্রেমের আঘাতে *সোনার তরী*'র আচলায়তন ভেঙে ফেলবেন - ফেলুন কিন্তু প্রদীপ্ত'র উপর এতো ব্যথা এতো বেদনা কেনো চাপিয়ে দিবেন। কেনো শুধু কষ্ট দেয়ার জন্য অতি যতনে, মমতায়-মমতায় প্রদীপ্ত চরিত্রটাকে লালন করবেন। এ কষ্ট হয়তো আপনাদের নরম হাতের বুননে নাটকের প্রদীপ্তকে লাগতে তেমন দেননি কিন্তু আমাদেরকে এ কষ্ট তীব্রভাবে ছুঁয়েছে।

এভাবে ভাবতে ভাবতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি একটা নাটক নিয়ে লিখছি। রক্ত-মাংস কিংবা বাস্তব এর মাঝে পুরোপুরি ছুঁয়ে যায় না। কেন শুধু শুধু উত্তেজিত হচ্ছি। আবার মনে হয়েছে, শুধু শুধু হবে কেন, এই যে ঘটনা, এই যে চরিত্র এতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমায়; এই যে সারাক্ষণ এ, ও - এর চিন্তা, ওর চিন্তা ছুয়ে ছুঁয়ে যায়, তার তো একটা মূল্য আছে, মূল্য আছে এ কষ্টের, প্রদীপ্ত ব্যথার, যে ব্যথা রিনঝিনিঝিন আলতো পাঁয়ে অনেকদূরে নেয় তারপর বলতে থাকে - কেনো, কেনো এমন হয়?